৫৬

দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

০৪

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : মঙ্গলবার, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৯৫ : ১১ই অক্টোবর, ১৯৮৮

পাঠ্যক্রমে সমতাবিধান

আমাদের দেশে শিক্ষার মান এবং শিক্ষার পাঠ্যক্রম নিয়ে যে ব্যবধান তৈরী হয়েছে তা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মোটেও সহায়ক নয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে মেধা তালিকা দখল করে নিচ্ছে নির্দিষ্ট শহরকেন্দ্রিক গুটি কয়েক স্কুল কলেজ। এমনও বহু স্কুল ও কলেজ রয়েছে যেখান থেকে এমনকি একজন ছাত্রও পাস করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে ভাল উন্নতমানের স্কুলে যারা পড়ালেখার সুযোগ পায়, ভাল রেজাল্টের গুণে তারাই সুযোগ পায় উচ্চশিক্ষারও। এর ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তা হল, শিক্ষালাভও কেন্দ্রীভূত হয়েছে শহরকেন্দ্রিক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর কাছে।

এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় শিক্ষার পরিবেশ ও পাঠ্যক্রমের দুস্তর ব্যবধান। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক নেই, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নেই, নেই শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ। ফলে গ্রামের ছাত্ররা কিছুতেই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। এ ছাড়া শহরের স্কুলগুলোর মধ্যেও ব্যবধান বিরাট। কোন কোন নামী বেসরকারী স্কুলে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বেতনই শত শত টাকা। এসব স্কুল সরকারী অনুদান ও সুযোগ সুবিধাও পুরোপুরি গ্রহণ করে।

এ ছাড়া কিন্ডারগার্টেন ও সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর মধ্যে শিক্ষার মানে ব্যবধান আকাশ পাতাল। সামান্য সঙ্গতি থাকলেও কেউ এখন সরকারী প্রাইমারী স্কুলে সন্তান ভর্তি করতে চান না। প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় সরকারী স্কুলগুলো প্রতিযোগিতায় প্রায় শেষে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সঙ্গতিহীন মানুষদের পরাভূত হওয়াই যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার এ ব্যাপারে একটি সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কিছু দিন থেকে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। তারা পাঠ্যসূচীতে অভিন্নতা আনার সুপারিশও করেছেন। এই লক্ষ্যে গঠিত কমিটি বলেছে যে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলির পাঠ্যসূচী অন্যান্য সাধারণ স্কুলের অনুরূপ হবে এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পাঠ্য তালিকা সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। গতকাল প্রকাশিত দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, কিন্ডারগার্টেন, বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম ও মিশনারী স্কুলগুলোর পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করার জন্য গঠিত কমিটির পর্যবেক্ষণ ও কাজে অমিল ধরা পড়েছে। যে ব্যবধান দূর করার জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, বহুক্ষেত্রে সে ব্যবধান বরং আরও বেড়েছে। এ ঘটনা অনভিপ্রেত।

দেশের সামগ্রিক উন্নতি এবং শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে স্কুলগুলোর মান যেমন উন্নত করতে হবে তেমনি পাঠ্য তালিকায় ব্যবধানও সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে শক্ত ব্যবস্থা নেয়া দরকার।